29 جمادى الأولى 1446
01/12/2024

ستون سؤالا في أحكام الحيض والنفاس

হায়েজ ও নিফাসের বিধিবিধান সম্পর্কিত ৬০টি প্রশ্ন

*

হায়েজ ও নিফাসের বিধিবিধান সম্পর্কিত ৬০টি প্রশ্ন

*

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ, তার পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর এবং কিয়ামত অবধি যারা তার পথ অনুসরণ করবে তাদেরও উপর। অতঃপর:

প্রিয় মুসলিম বোন!

আলেমদের নিকট ইবাদত সংশ্লিষ্ট হায়েজের বিধিবিধান নিয়ে অনেক প্রশ্ন করা হয়। তাই আমরা যেসব প্রশ্ন বারবার আসে সেগুলোকে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং তা দীর্ঘ না করে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছি।

প্রিয় মুসলিম বোন!

আমরা এগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি, যাতে এগুলো সবসময় আপনার হাতের নাগালে থাকে। কারণ আল্লাহর শরী'আহতে ফিকহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যাতে আপনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যারা প্রথমবার বইটি পড়বেন, তাদের কাছে কিছু প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি হয়েছে মনে হতে পারে। তবে মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে পারবেন, কিছু উত্তরে এমন কিছু বাড়তি জ্ঞান রয়েছে যা অন্যটিতে নেই। তাই আমরা তা এড়িয়ে যেতে চাইনি।

অতঃপর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর।

*

হায়েজের সময় সালাত ও সাওমের বিধানসমূহ

প্রশ্ন ১: যদি কোন নারী ফজরের ঠিক পরেই পবিত্র হয়, তাহলে কি সে ঐ দিন সাওম পালন করবে, নাকি ঐ দিনের কাযা আদায় করতে হবে?

উত্তর ১: কোন নারী যদি ফজর উদিত হওয়ার পর পবিত্র হয়, তাহলে তার ঐ দিনের সাওম রাখার ব্যাপারে আলেমদের দুটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: ঐ দিনের বাকি অংশ তাকে সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো বর্জন করে থাকতে হবে, তবে তা সাওম বলে গণ্য হবে না; বরং তার উপর কাযা করা আবশ্যক। এটা ইমাম আহমাদ রহ. এর মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত।

দ্বিতীয় মত: তাকে সেই দিনের বাকি সময় সাওমের কারণে পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে না; কারণ সে দিনটিতে তার সাওম পালন করা বিশুদ্ধ নয়। কেননা দিনটির শুরুতে সে হায়েয অবস্থায় ছিল এবং সাওম রাখার জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাই যদি সাওম পালন সঠিক না হয়, তাহলে বাকি সময় সাওম রাখার কোনো উপকারিতা নেই। এই সময়টি তার জন্য কোনো পবিত্র সময় নয়; কারণ দিনের শুরুতে তাকে সাওম ভঙ্গ করতে বলা হয়েছে; বরং দিনের শুরুতে তার জন্য সাওম পালন করা হারাম ছিল। শর'ঈ দৃষ্টিতে সাওম হলো, ফজর উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মহান আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাওম ভঙ্গকারী সকল বস্তু থেকে বিরত থাকা।

আর এই মতটি -আপনি যেমন লক্ষ্য করছেন- সাওম পালন করা আবশ্যক মর্মে বর্ণিত মতের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে উভয় মতানুযায়ী তার উপর সেই দিনের সাওম কাযা করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ২: যদি হায়েযগ্রস্তা নারী পবিত্র হয় এবং ফজরের সালাতের পরে গোসল করে, সালাত পড়ে এবং সেই দিনের সাওম পূর্ণ করে, তাহলে কি তার ঐ সাওম কাযা করা আবশ্যক?

উত্তর ২: যদি হায়েযগ্রস্তা নারী ফজর উদয়ের এক মিনিট আগেও পবিত্র হন এবং তিনি নিশ্চিত হন যে, তিনি পবিত্র হয়েছেন, তাহলে যদি এটি রমযানের সময় হয়, তার জন্য সেই দিনের সাওম পালন করা বাধ্যতামূলক। তার সাওম বিশুদ্ধ হবে এবং তাকে সেই দিনের সাওম কাযা করতে হবে না। কারণ তিনি পবিত্র অবস্থায় সাওম রেখেছেন। আর যদি তিনি ফজর উদয়ের পর গোসল করেন, তাতেও কোনো সমস্যা নেই। কোনো ব্যক্তি যদি সহবাস বা স্বপ্নদোষের কারণে অপবিত্র হয়ে গোসল না করে সাহরি খান এবং সুবহে সাদিকের পর গোসল করেন, তাহলেও তার সাওম শুদ্ধ হবে।

এই প্রসঙ্গে মহিলাদের একটি বিষয়ে সতর্ক করতে চাই। তা হলো: কোনো মহিলার যদি সাওম পালনরত অবস্থায় হায়েয শুরু হয়, তবে কিছু মহিলা মনে করেন যে, ইফতারের পরে কিন্তু এশার সালাতের আগে হায়েয শুরু হলে তার সেই দিনের সাওম বাতিল হয়ে যায়। বস্তুত এ ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। বরং হায়েয যদি সূর্যাস্তের পরে, এমনকি এক মুহূর্ত পরও শুরু হয়, তবুও তার সাওম পূর্ণ ও বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন ৩: যদি কোনো নিফাসগ্রস্ত নারী চল্লিশ দিনের আগেই পবিত্র হন, তাহলে কি তার জন্য সাওম পালন ও সালাত পড়া আবশ্যক?

উত্তর ৩: হ্যাঁ, যদি নিফাসগ্রস্ত নারী চল্লিশ দিনের আগে পবিত্র হন, তবে তা রমজান মাস হলে তার জন্য সাওম পালন করা আবশ্যক। তাছাড়া তাকে সালাত আদায় করতে হবে এবং তার স্বামী তার সাথে মিলন করাও জায়েয। কারণ সে পবিত্র এবং তার সাওম পালনে বা সালাত আদায়ে কোন বাধা নেই, এবং তার স্বামীর সাথে যৌন মিলনেরও অনুমতি আছে।

প্রশ্ন ৪: কোন মহিলার যদি মাসিক নিয়মিত আট অথবা সাত দিন থাকে এবং পরে এক বা দুইবার এর চেয়ে বেশি সময় চলতে থাকে, তাহলে এর বিধান কী?

উত্তর ৪: যদি কোনো মহিলার মাসিকের নিয়মিত সময় ছয় বা সাত দিন হয় এবং পরে এই সময় বেড়ে আট, নয়, দশ অথবা এগারো দিন হয়ে যায়, তবে সে তখনও পবিত্র হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসিকের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেননি।

وقد قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة:222]،

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}

{আর তারা আপনাকে হায়েয সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা 'অশুচি'। } [সূরা আল-বাকারা. আয়াত: ২২২] অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত হায়েযে রক্ত প্রবাহিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মহিলা একই অবস্থায় থাকবে; যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়। তারপর গোসল করে সালাত আদায় করবে। যদি দ্বিতীয় মাসে তার মাসিক পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে কম হয়, তবে সে পবিত্র হলে গোসল করবে, যদিও পূর্ববর্তী সময়ের সাথে মিল নাও থাকতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মহিলার মাসিক থাকলে সে সালাত আদায় করবে না, তা পূর্ববর্তী সময়ের সাথে মিল থাকুক অথবা তার চেয়ে বেশি বা কম হোক। আর যখনই সে পবিত্র হবে, তখন থেকেই সালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন ৫: নেফাসগ্রস্ত মহিলারা কি চল্লিশ দিন পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না ও সাওমও পালন করবে না, নাকি এটা তার রক্ত বন্ধ হওয়ার উপর নির্ভর করে, ফলে যখন রক্ত বন্ধ হবে তখন সে পবিত্র হবে ও সালাত আদায় করবে? পবিত্র হওয়ার সর্বনিম্ন সময়সীমা কত?

উত্তর ৫: নেফাসগ্রস্ত নারীদের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই; বরং যতদিন রক্ত বিদ্যমান থাকবে ততদিন তারা সালাত আদায় করবে না, সাওম পালন করবে না এবং স্বামীর সাথে সহবাসও করবে না।

যখনই পবিত্র হবে -যদিও তা চল্লিশ দিনের আগে হয়, এমনকি মাত্র দশ বা পাঁচ দিনেই হয়- তখন থেকেই সালাত আদায় করবে, সাওম পালন করবে এবং স্বামীর সাথে মিলনও করতে পারবে, এতে কোন সমস্যা নেই।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নেফাস একটি দৃশ্যমান বিষয়, যার বিধান তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে। যখন এটি বিদ্যমান থাকে, তখন এর বিধান প্রযোজ্য, এবং যখন সে পবিত্র হয়, তখন সে এর বিধান থেকে মুক্ত হয়।

তবে যদি তা ষাট দিনের বেশি হয়ে যায়, তাহলে সে মুস্তাহাযা গণ্য হবে, এবং সে কেবল তার স্বাভাবিক মাসিকের সময় অনুযায়ী অপেক্ষা করবে, তারপর গোসল করে সালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন ৬: যদি কোনো মহিলার রমযানের দিনে সামান্য কয়েক ফোটা রক্ত পড়ে এবং এ রক্ত পুরো মাস জুড়ে থাকে ও সে সাওম পালন করবে, তাহলে কি তার সাওম বিশুদ্ধ হবে?

উত্তর ৬: হ্যাঁ, তার সাওম বিশুদ্ধ হবে, আর এই ফোটাগুলো কোনো ধর্তব্য বিষয় নয়; কারণ এটি রক্তনালী থেকে আসে। আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) থেকে উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: এই ফোটাগুলো, যা নাকের রক্তক্ষরণের মতো, তা মাসিক নয়।

প্রশ্ন ৭: যদি ঋতুবতী বা প্রসূতি ফজরের আগে পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু ফজরের পর গোসল করে, তাহলে তার সাওম কি সহীহ হবে, না হবে না?

উত্তর ৭: হ্যাঁ, যদি ঋতুবতী নারী ফজরের আগে পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু ফজরের পরে গোসল করে, তবুও তার সাওম সহীহ হবে। একইভাবে প্রসূতি নারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য, কারণ সে তখন সাওম রাখার উপযুক্ত হয়ে যায়। এটি ঐ ব্যক্তির মতো, যার উপর নাপাকী অবস্থার কারণে গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু ফজর উদয়ের সময়ও সে জুনুবী বা নাপাকী অবস্থায় থাকে; তার সাওমও সহীহ হয়।

لقوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187]،

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

{فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

{অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না তোমাদের নিকট ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়।} [সূরা আল-বাকারা: ১৮৭] যেহেতু আল্লাহ তাআলা ফজর স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সহবাসের অনুমতি দিয়েছেন, তাই এর ফলে গোসল ফজরের পরে করা হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর জুনুবী অবস্থায় ফজর পর্যন্ত থাকতেন এবং তখন তিনি সাওম রাখতেন। অর্থাৎ: তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর হওয়ার পর জানাবাতের গোসল করতেন।

প্রশ্ন ৮: যদি কোনো নারী রক্ত অনুভব করে কিন্তু মাগরিবের আগে তা বের না হয়, বা ঋতুর ব্যথা অনুভব করে, তাহলে তার সেদিনের সাওম কি সহীহ হবে, নাকি তা কাযা করতে হবে?

উত্তর ৮: যদি পবিত্র নারী সাওম থাকা অবস্থায় ঋতুস্রাবের আগমন অনুভব করেন, কিন্তু সেটি সূর্যাস্তের পরে বের হয়, অথবা ঋতুস্রাবের ব্যথা অনুভব করেন কিন্তু রক্ত সূর্যাস্তের

পরে বের হয়, তাহলে তার সেদিনের সাওম সহীহ হবে। যদি তা ফরয সাওম হয়, তবে তাকে পুনরায় সাওম পালন করতে হবে না এবং যদি নফল সাওম হয়, তবে এর সওয়াবও বাতিল হবে না।

প্রশ্ন ৯: যদি কোনো নারী রক্ত দেখে কিন্তু নিশ্চিত না হন যে, এটি ঋতুস্রাবের রক্ত, তাহলে তার সেদিনের সাওমের হুকুম কী?

উত্তর ৯: তার সেদিনের সাওম বিশুদ্ধ হবে। কারণ মূলনীতি হল, ঋতুস্রাব না থাকাই আসল যতক্ষণ না তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ১০: কখনও কখনও কোন নারী সামান্য রক্ত বা খুব অল্প রক্তবিন্দু দেখতে পায়, যা সারাদিনে বিক্ষিপ্তভাবে আসে। একবার সে তা ঋতুস্রাবের সময় দেখে কিন্তু তখনও ঋতু আসেনি, আবার কখনও ঋতুস্রাবের সময় ছাড়া অন্য সময়েও দেখে। উভয় ক্ষেত্রে তার সাওমের হুকুম কী?

উত্তর ১০: একটু আগেও এমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। তবে যদি এই বিন্দুগুলি ঋতুস্রাবের দিনগুলিতে হয় এবং তিনি এটিকে তার পরিচিত ঋতুস্রাব হিসেবে মনে করেন, তাহলে এটি ঋতুস্রাব হিসেবেই গণ্য হবে।

প্রশ্ন ১১: হায়েজ ও নেফাসগ্রস্তা নারী কি রমযানের দিনের বেলায় পানাহার করতে পারবে?

উত্তর ১১: হ্যাঁ, তারা রমযানের দিনের বেলায় পানাহার করতে পারবে। তবে উত্তম হলো তা গোপনে করা, যদি বাড়িতে তার নিকটে কম বয়সী কোন ছেলেমেয়ে থাকে; কেননা এতে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ১২: যদি কোন নারী হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্র হয় আসরের সময়, তবে কি তার জন্য আসরের সাথে জোহরের সালাতও আদায় করা বাধ্যতামূলক, নাকি কেবল আসরের সালাতই পড়তে হবে?

উত্তর ১২: এই বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হল যে, তার জন্য কেবল আসরের সালাত পড়া বাধ্যতামূলক; কারণ যুহরের সালাত আবশ্যক হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া মূল হল এতে দায়মুক্তি আছে। তারপর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: {من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر}

(যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসরের একটি রাকাত পেয়েছে, সে আসরের নামায পেয়েছে।) এখানে তিনি উল্লেখ করেননি যে সে যোহর পেয়েছে, যদি যোহর বাধ্যতামূলক হত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি স্পষ্ট করতেন। তাছাড়া, যদি কোন নারী যোহরের সময় প্রবেশের পর হায়েযগ্রস্তা হয়, তবে তার জন্য কেবল যোহরের সালাত কাযা করা আবশ্যক হবে, আসরের সালাত নয়, যদিও (সফর বা অন্য কোন বৈধ ওযরের কারণে) যোহরকে আসরের সাথে একত্রিত করা যায়। প্রশ্নে উল্লেখিত পরিস্থিতির সাথে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এই অনুযায়ী, সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হল, তার জন্য কেবল আসরের সালাত পড়া আবশ্যক। কারণ তা দলীল ও কিয়াস দ্বারা সমর্থিত। তেমনিভাবে যদি সে এশার সময় শেষ

হওয়ার পূর্বে পবিত্র হয়, তবে তার জন্য কেবল এশার সালাত পড়া আবশ্যক, মাগরিবের সালাত তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

প্রশ্ন ১৩: কিছু নারীরা যারা গর্ভপাত করেন, তাদের অবস্থা দু'রকম হতে পারে: মহিলাটি গর্ভের ভ্রুণ এর আকৃতি গঠন হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত হতে পারে, অথবা আকৃতি গঠন হওয়ার পরে এবং চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ার পরে গর্ভপাত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, যে দিন তিনি গর্ভপাত করেছেন, সেই দিন সাওম রাখা এবং যে দিনগুলোতে তিনি রক্ত দেখেন, সেগুলোতে সাওম পালন করার হুকুম কী হবে?"

উত্তর ১৩: যদি গর্ভে ভ্রণ-এর আকৃতি এখনও গঠিত না হয়ে থাকে, তবে তার রক্তটি নিফাসের রক্ত নয়; সেক্ষেত্রে, সে সাওম পালন করবে ও সালাতও পড়বে, এবং তার সাওম সঠিক হবে।

আর যদি গর্ভজাত শিশুটির গঠন হয়ে থাকে, তবে এই রক্ত নেফাসের রক্ত; তাই তার জন্য সালাত পড়া এবং সাওম রাখা বৈধ নয়।

এই বিষয়ে মূলনীতি বা নিয়ম হল: যদি গর্ভজাত শিশুর গঠন হয়ে থাকে, তবে রক্তটি নেফাসের রক্ত, আর যদি গঠন-আকৃতি না হয়ে থাকে, তবে রক্তটি নেফাসের রক্ত নয়। যখন রক্তটি নেফাসের হবে তখন তার উপর তাই হারাম যা নেফাসগ্রস্তা নারীদের উপর হারাম। আর যদি তা নেফাসের রক্ত না হয় তাহলে তার উপর এসব হারাম হবে না।

প্রশ্ন ১৪: রমযানে দিনের বেলায় গর্ভবতী মহিলার রক্তপাত হলে, এটি তার সাওমের উপর প্রভাব ফেলবে কি?

উত্তর ১৪: যদি হায়েযের রক্ত বের হয় এবং মহিলা সাওম পালনরত অবস্থায় থাকেন, তবে তার সাওম ভেঙে যাবে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»

(এমন নয় কি, সে হায়েজগ্রস্তা হলে সালাত পড়ে না, সাওম পালন করে না?) এজন্য আমরা এটিকে সাওম ভঙ্গকারী বিষয় হিসেবে গণ্য করি, এবং নেফাসও একই রকম। কাজেই হায়েজ ও নেফাসের রক্তক্ষরণ সাওম ভঙ্গ করে।

রমযানে দিনের বেলায় গর্ভবতী মহিলার রক্তক্ষরণ যদি হায়েয হয়, তবে এটি অন্যান্য মহিলার হায়েযের মতই; অর্থাৎ, এটি তার সাওমের উপর প্রভাব ফেলবে। আর যদি তা হায়েজের রক্ত না হয়, তবে এটি সাওমের উপর প্রভাব ফেলবে না।

গর্ভবতী মহিলার যে হায়েজ হতে পারে, তা হল যে এটি একটি ধারাবাহিক হায়েজ যা তার গর্ভধারণের পর থেকে কখনও থেমে যায়নি এবং তার স্বাভাবিক পিরিয়ডের সময়েই আসে। গ্রহণযোগ্য মতানুসারে এটি হায়েজ, এর উপর হায়েজের বিধান প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু যদি গর্ভবতী হওয়ার পর তার মাসিকের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং পরে সে এমন রক্ত দেখে যা তার স্বাভাবিক পিরিয়ডের সময়ের রক্ত নয়, তবে এটি তার সাওমের উপর প্রভাব ফেলবে না; কারণ এটি হায়েয নয়।

প্রশ্ন ১৫: যদি একজন মহিলা তার ঋতুস্রাবের সময় প্রথম দিনে রক্ত দেখেন এবং পরের দিন সারাদিন রক্ত না দেখেন, তাহলে তার কী করা উচিত?

উত্তর ১৫: বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে এই পবিত্রতা বা শুষ্কতা, যা তার মাসিকের সময় ঘটেছে, তা মাসিকের সাথেই যুক্ত, তাই এটি পবিত্রতা হিসেবে গণ্য হবে না। এ কারণে, তাকে মাসিক অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকতে হয়, সেসব থেকে বিরত থাকতে হবে।

তবে কিছু আলেম বলেছেন: যে মহিলা এক দিন রক্ত দেখে এবং আরেক দিন পরিষ্কার থাকে, তার রক্ত হলো ঋতুস্রাব এবং পরিষ্কার হওয়া হলো পবিত্রতা, যতক্ষণ না এটি পনেরো দিন পর্যন্ত পৌঁছে। যদি এ অবস্থা পনেরো দিনে পৌঁছে, তবে এর পর থেকে ঐ রক্ত ইস্তেহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য হবে। এটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) এর প্রসিদ্ধ মাযহাব।

প্রশ্ন ১৬: যদি মহিলা ঋতুস্রাবের শেষ দিনগুলোতে এবং পবিত্র হওয়ার আগে রক্তের কোনো চিহ্ন না দেখে, তাহলে কি সে শুভ্রতা না দেখলেও সেদিন সাওম রাখবে? অথবা তাকে কী করতে হবে?

উত্তর ১৬: যদি সে স্বভাবত সাদা বর্ণনা দেখায় অভ্যস্ত থাকে —যা কিছু নারীর ক্ষেত্রে রয়েছে— তবে সে সাওম রাখতে পারবে, কিন্তু যদি তার অভ্যাস থাকে সাদা বর্ণ দেখার, তবে সে সাওম রাখতে পারবে না; যতক্ষণ না শুভ্রতা দেখে।

প্রশ্ন ১৭: একজন হায়েয বা নেফাসগ্রস্তা নারী যদি জরুরী কারণে যেমন শিক্ষার্থী বা শিক্ষিকা হিসেবে, দেখে কুরআন পড়তে ও মুখস্ত করতে চায়, তাহলে এর হুকুম কী?

উত্তর ১৭: হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় একজন নারীর জন্য কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই যদি তা জরুরি হয়, যেমন শিক্ষিকা বা ছাত্রীর জন্য, যে রাতে বা দিনে তার নির্ধারিত অংশ পড়ছে বা মুখস্থ করছে।

আর যদি সাওয়াব ও নেকীর আশায় তেলাওয়াত করতে চায়, তাহলে উত্তম হল এমনটি করবে না। কেননা অধিকাংশ আলেমের মত হলো: হায়েজগ্রস্তা নারীর জন্য কুরআন পাঠ করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ১৮: একজন হায়েজগ্রস্তা নারীর পবিত্র হওয়ার পর কি কাপড় পরিবর্তন করা জরুরি, যদি সে জানে যে, তাতে কোনো রক্ত বা অপবিত্রতা লাগেনি?

উত্তর ১৮: এটি তার জন্য আবশ্যক নয়; কারণ হায়েজ শরীরকে অপবিত্র করে না, বরং হায়েজের রক্ত যা স্পর্শ করে কেবলমাত্র সেটিকে অপবিত্র করে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কাপড়ে হায়েজের রক্ত লাগলে তা ধুয়ে ফেলতে এবং তাদের সে কাপড়েই সালাত আদায় করতে।

প্রশ্ন ১৯: একজন নারী রমজানে সাত দিন ইফতার করেছে (ওযরের কারণে সাওম ভঙ্গ করেছে) যখন তিনি নেফাসগ্রস্তা ছিলেন এবং পরবর্তী রমজান পর্যন্ত সেগুলোর কাযা আদায় করেননি। দ্বিতীয় রমজানেরও সাত দিন অতিবাহিত হয়েছে যখন তিনি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন এবং তার অসুস্থতার কারণে তা কাযা আদায় করতে পারেননি। এখন তৃতীয় রমজান আসতে চলেছে। এমতবস্থায় তাকে কী করা উচিত? অনুগ্রহ করে আমাদের জানান, আল্লাহ আপনাদের প্রতিদান দিক।

উত্তর ১৯: যদি এই মহিলার অবস্থা এমন হয়, যেমনটি তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন—যে তিনি অসুস্থ এবং সাওম কাযা করতে অক্ষম—তাহলে তিনি যখনই সক্ষম হবেন, তখন

সাওমের কাযা আদায় করবেন; কারণ তিনি অক্ষমতার কারণে ওযরগ্রস্তা, এমনকি যদি পরবর্তী রমজান এসে যায় তবুও।

কিন্তু যদি তার কোনো ওযর না থাকে এবং তিনি শুধু ওযর দেখান ও অবহেলা করেন, তবে তার জন্য প্রথম রমজানের সাওম কাযা করতে পরবর্তী রমজান পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: আমার উপর সাওম কাজা থাকত; কিন্তু আমি তা কেবল শাবান মাসে আদায় করতে পারতাম।

এর ভিত্তিতে, এই মহিলাকে নিজের দিকে নজর দিতে হবে। যদি তার কোনো ওযর না থাকে, তবে তিনি গুনাহগার হবেন, তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে এবং অবিলম্বে তার যিম্মায় থাকা সাওমের কাযা আদায় করতে হবে। আর যদি তিনি সত্যিই ওযরগ্রস্তা হন, তবে তার কোনো গুনাহ নেই, এমনকি যদি তা এক বা দুই বছর পরেও হয়।

প্রশ্ন ২০: কিছু মহিলার উপর দ্বিতীয় রমজান এসে যায়; অথচ তারা পূর্বের রমজানের কয়েকটি সাওম আদায় করেননি, তাদের কী করা উচিত?

উত্তর ২০: তাদের করণীয় হলো: এই কাজের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা; কারণ যে ব্যক্তির উপর রমজানের সাওম কাযা থাকে, তার জন্য কোনো ওযর ব্যতীত তা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন:

{كان يكون علي الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.}

‘আমার উপর রমজানের সাওম কাযা থাকত; কিন্তু আমি তা কেবল শাবান মাসে আদায় করতে পারতাম।’

এটি প্রমাণ করে যে এক রমজানের সাওমের কাযা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়। সুতরাং, তার উচিত আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং দ্বিতীয় রমজানের পর যে সাওমগুলো তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেগুলো আদায় করে নেয়া।

প্রশ্ন ২১: যদি কোনো নারীর উদাহরণস্বরূপ দুপুর একটার দিকে হায়েজ শুরু হয়, আর তিনি এখনো জোহরের সালাত আদায় করেননি, তাহলে কি তার উপর পবিত্রতা লাভের পর সেই দিনের (যোহরের) সালাত কাজা করা আবশ্যক?

উত্তর ২১: এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন: এই সালাতের কাযা করা তার জন্য আবশ্যক নয়; কারণ তিনি অবহেলা করেননি এবং গুনাহগারও হননি; যেহেতু তার জন্য সালাত শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ ছিল।

আবার তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন: তার জন্য কাযা করা আবশ্যক; অর্থাৎ, সে দিনকার যোহরের সালাত কাযা করা; কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ এই বক্তব্য এর দলীল: {من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة}

“যে ব্যক্তি কোন সালাতের একটি রাকআত পেলো, সে যেন ঐ সালাতই পেয়ে গেল।”

তবে তার জন্য নিরাপদ হলো: সালাতটি কাযা আদায় করে ফেলা; কারণ এটি তো এক ওয়াক্তেরই সালাত, এর কাজা করা তেমন কঠিন নয়।

প্রশ্ন ২২: যদি গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসবের একদিন বা দুই দিন আগেই রক্ত দেখেন, তাহলে কি তিনি সাওম ও সালাত ত্যাগ করবেন, নাকি কি করতে হবে?

উত্তর ২২: যদি গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসবের একদিন বা দুই দিন আগে রক্ত দেখে এবং এর সঙ্গে প্রসব বেদনা থাকে, তাহলে এটি নেফাসের রক্ত; এজন্য তাকে সালাত ও সাওম ত্যাগ করতে হবে। তবে যদি প্রসব বেদনা না থাকে, তাহলে এটি দূষিত রক্ত এবং এটা ধর্তব্য নয় এবং এটি তার সাওম বা সালাতে বাধা দেবে না।

প্রশ্ন ২৩: সবার সাথে সাওম রাখার লক্ষ্যে পিরিয়ড বন্ধ রাখার ট্যাবলেট গ্রহণের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর ২৩: আমি এটা থেকে সতর্ক করছি। কারণ এই ট্যাবলেটে গুরুতর ক্ষতি রয়েছে, যা ডাক্তারদের মাধ্যমে আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে। তাই মহিলাদেরকে বলা হচ্ছে: এটি মেয়েদের জন্য আল্লাহর লিখিত একটি বিষয়, তাই আল্লাহর নির্ধারিত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। আপনার যখন হায়েযজনিত কারণে বাধা থাকবে না, তখন সাওম রাখুন এবং যদি বাধা আসে তাহলে সাওম ভেঙ্গে ফেলুন। মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়ে।

প্রশ্ন ২৪: একজন নারী নেফাসের দুই মাস পর এবং পবিত্র হওয়ার পর যদি তিনি রক্তের কিছু ছোট ছোট দাগ দেখতে পান, তাহলে কি তাকে সাওম ভঙ্গ করতে হবে এবং সালাত আদায় করতে হবে না? নাকি তাকে কি করতে হবে?

উত্তর ২৪: মহিলাদের মাসিক এবং নেফাস সংক্রান্ত সমস্যাগুলো অপরিসীম। এর অন্যতম কারণ হলো: গর্ভনিরোধক ও মাসিক বন্ধ রাখার ট্যাবলেটের ব্যবহার। আগে মানুষ এরকম বহু সমস্যার কথা জানত না। এটা সত্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে এখনো সমস্যা বিদ্যমান; বরং নারীদের আবির্ভাবের পর থেকেই। তবে এইভাবে সমস্যা এত বেড়ে যাওয়া, যাতে মানুষ সমস্যার সমাধানে হতবাক হয়ে পড়ে, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

কিন্তু সাধারণ নীতি হলো: যদি নারী পবিত্র হয় এবং হায়েজ ও নেফাস থেকে পবিত্রতার বিষয়ে নিশ্চিত হয় —আমি হায়েজের পবিত্রতা বলতে বুঝাচ্ছি: সাদা স্রাব বের হওয়া, যা নারীরা চিনতে পারে— তাহলে পবিত্রতার পর যে মেটে বা হলদে রং, দাগ বা আর্দ্রতা দেখা দেয়, তা কোনটাই হায়েজ নয়। কাজেই এটি সালাত, সাওম এবং স্বামীর সঙ্গে মিলনে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না; কারণ এটি হায়েজ নয়। উম্মে আতিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

كنا لا نعدّ الصّفرة والكدرة شيئًا. أخرجه البخاريّ، وزاد أبو داود: بعد الطّهر.

(আমরা হলদে রং এবং মেটে রংয়ের রক্তকে কিছুই গণ্য করতাম না।) সহীহ বুখারী। আর ইমাম আবু দাউদ হাদিসটিতে এই অংশ অতিরিক্ত বর্ণণা করেছেন: ‘পবিত্রতার পর।’

এর ভিত্তিতে আমরা বলবো: এ জাতীয় যা কিছু পবিত্রতা নিশ্চিত হওয়ার পর ঘটে, তা নারীর জন্য ক্ষতিকর নয় এবং এটি তার সালাত, সাওম ও স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। তবে তাকে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয় যতক্ষণ না সে পবিত্রতা দেখতে পায়। কারণ কিছু নারী যখন রক্ত শুকিয়ে যায়, তখন তারা তাড়াহুড়ো করে এবং পবিত্রতা দেখতে পাওয়ার আগেই গোসল করে ফেলে। আর এজন্য সাহাবীদের স্ত্রীরা উম্মুল মোনিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাছে রক্তযুক্ত তুলা পাঠাতেন, তখন তিনি তাদের বলতেন: তাড়াহুড়ো করো না; যতক্ষণ না সাদা স্রাব দেখো।

প্রশ্ন ২৫: কিছু মহিলাদের ক্ষেত্রে রক্তস্রাব অব্যাহত থাকে, এবং মাঝে মাঝে এক বা দুই দিনের জন্য থেমে যায়, তারপর আবার শুরু হয়। এ অবস্থায় সাওম, সালাত এবং অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে বিধান কী?

উত্তর ২৫: অনেক আলেমের নিকট প্রসিদ্ধ মত হলো: কোনো নারীর যদি নির্দিষ্ট মাসিক চক্র থাকে এবং তা শেষ হয়ে যায়, তবে তিনি গোসল করে সালাত আদায় করবেন ও সাওম পালন করবেন। তারপরে যে রক্তপাত দেখা যায় দুই বা তিন দিন পর, তা হায়েজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ এই আলেমদের মতে সর্বনিম্ন পবিত্রতার সময়কাল তেরো দিন।

কিছু আলেম বলেছেন, নারী যখনই রক্ত দেখবে, সেটি হায়েজ হিসেবে গণ্য হবে, এবং যখনই তা বন্ধ হবে, সে তখন পবিত্র হবে, এমনকি যদি দুই মাসিকের মধ্যে তেরো দিন না থাকে তবুও।

প্রশ্ন ২৬: নারীর জন্য কোনটি উত্তম: রমজানের রাতে নিজ ঘরে সালাত আদায় করা, নাকি মসজিদে, বিশেষত যখন সেখানে নসিহা ও উপদেশ থাকে? এবং মসজিদে সালাত আদায়কারী নারীদের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর ২৬: নারীর জন্য ঘরে সালাত আদায় করাই উত্তম; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ নির্দেশনা হল: {وبيوتهن خيرٌ لهن}

“তাদের ঘরগুলোই তাদের জন্য শ্রেয়।” তাছাড়া নারীদের বাইরে যাওয়া প্রায়ই ফিতনা থেকে মুক্ত থাকে না, তাই সালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার চেয়ে নারীর ঘরে থাকা উত্তম। আর উপদেশ ও আলোচনা সে অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে শুনতে পারবে।

যে নারীরা মসজিদে সালাত পড়তে যান, তাদের প্রতি আমার নির্দেশনা হলো: তারা যেন ঘর থেকে সাজসজ্জা করে বা সুগন্ধি লাগিয়ে বের না হন।

প্রশ্ন ২৭: রমজানের দিনের বেলায়, যখন কোনো নারী সাওম পালন করছেন, তখন খাবারের স্বাদ চেক করার হুকুম কী?

উত্তর ২৭: এর বিধান হলো: এতে কোনো সমস্যা নেই; কারণ এর প্রয়োজন রয়েছে, তবে সে যেগুলো মুখে নিয়ে স্বাদ চেক করবে, তা না খেয়ে ফেলে দিবে।

প্রশ্ন ২৮: একজন নারী একটি দুর্ঘটনায় আহত হন এবং তিনি গর্ভাবস্থার প্রথম পর্যায়ে ছিলেন। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের কারণে তিনি গর্ভস্থ সন্তানকে হারান। এই পরিস্থিতিতে তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা কি জায়েয, নাকি তাকে সাওম পালন করতে হবে? আর যদি তিনি সাওম ভঙ্গ করেন, তাহলে কি তার গুনাহ হবে?

উত্তর ২৮: আমরা বলব: গর্ভবতী নারীর হায়েজ হয় না, যেমন ইমাম আহমদ বলেছেন: নারীরা গর্ভাবস্থা জানেন মাসিক বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে। আর হায়েজ —যা আলেমরা বলেছেন—আল্লাহ তা‘আলা এটি এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তা হলো গর্ভের শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করা। সুতরাং যখন গর্ভাবস্থা শুরু হয়, তখন মাসিক বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু কিছু নারীর জন্য, তাদের মাসিক গর্ভাবস্থার পূর্ববর্তী অভ্যাসের মতোই চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে, তাদের মাসিককে সঠিক হায়েজ হিসেবে গণ্য করা হবে। কারণ এটি অব্যাহত রয়েছে এবং গর্ভাবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। অতএব, এই মাসিক (হায়েজ) সেসব বিষয়

নিষিদ্ধ করবে, যা গর্ভবতী নয় এমন নারীর মাসিকের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হয়, যে বিষয়গুলো পালন করা আবশ্যক হয় সেগুলোকে আবশ্যক করবে, এবং যে বিষয়গুলো বাতিল হয় তা বাতিল করবে।

মূলকথা, গর্ভবতী নারী থেকে যে রক্তপাত ঘটে, তা দুই ধরনের হয়:

- এক ধরনের রক্ত যা হায়েজ হিসেবে গণ্য হয়। তা হলো যা গর্ভাবস্থার আগের মত অব্যাহত থাকে। এর মানে হলো: গর্ভাবস্থা এর উপর কোনো প্রভাব ফেলেনি, সুতরাং এটি হায়েজ।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো: এমন রক্ত যা গর্ভাবস্থায় হঠাৎ ঘটে, হয় দুর্ঘটনার কারণে বা ভারি কিছু তোলার কারণে অথবা কিছু থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে ইত্যাদি। এই রক্তপাতটি হায়েজ নয়; বরং এটি রক্তনালী থেকে প্রবাহিত রক্ত। এই কারণে, এটি তার জন্য সালাত ও সাওম পালনে বাধা নয়; বরং সে পবিত্র নারীর হুকুমে থাকবে।

কিন্তু যদি দুর্ঘটনার ফলে শিশুটি বা গর্ভস্থ ভ্রূণ বের হয়ে যায়, তবে আলেমদের মতে: যদি বের হয়ে যাওয়ার সময় সেখানে মানুষের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এর পরে যে রক্তপাত হবে, তা নেফাস হিসেবে গণ্য হবে। এ সময় তাকে সালাত ও সাওম ছেড়ে দিতে হবে এবং তার স্বামীকে সহবাস করা থেকে দূরে থাকতে হবে; যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়।

আর যদি গর্ভস্থ ভ্রূণটি (মানুষের আকৃতি স্পষ্ট না হয়ে) অবিকশিত অবস্থায় বের হয়, তবে এটি নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে না; বরং এটি একটি অসুস্থতার রক্ত, যা তার সালাত, সাওম এবং অন্যান্য বিষয়গুলো পালন করতে বাধা দেবে না।

আলেমদের মতে: একজন মানুষের আকৃতি স্পষ্ট হওয়ার জন্য ন্যূনতম সময় হলো ৮১ (একাশি) দিন; কারণ গর্ভস্থ শিশুটি তার মায়ের পেটে থাকে। যেমনটি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত, তিনি বলেছেন:

«إن أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، ويؤمر بأربع كلماتٍ، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أو سعيدٌ»

“তোমাদের প্রত্যেকের শুক্রকীট তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন একত্রিত করা হয়। তারপর হুবহু চল্লিশ দিন জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর হুবহু চল্লিশ দিনে তা একটি মাংস টুকরায় পরিণত হয়। তারপর একজন ফিরিশতাকে প্রেরণ করা হয় এবং তাকে চারটি কথার নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর সে তার রিজিক, আয়ু, কর্ম, এবং পাপী হবে না পুণ্যবান হবে, তা লিপিবদ্ধ করে।” এর আগে মানব আকৃতি গঠন সম্ভব নয় এবং সাধারণত দেখা যায় যে, মানব আকৃতি নব্বই দিনের আগে স্পষ্ট হয় না, যেমন কিছু আলেম উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ২৯: আমি একজন নারী, গত বছর তৃতীয় মাসে আমার গর্ভপাত হয় এবং তখন থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত আমি সালাত আদায় করিনি। আমাকে বলা হয়েছে: তোমার সালাত পড়া উচিত ছিল। আমি এখন কী করব, আমি তো সঠিকভাবে দিন সংখ্যা জানি না?

উত্তর ২৯: আলেমদের সাধারণ অভিমত: যদি কোনো নারীর তিন মাসের গর্ভপাত ঘটে, তাহলে সে সালাত আদায় করবে না; কারণ যদি কোনো নারী এমন শিশুর গর্ভপাত করে, যার

আকৃতি স্পষ্ট, তবে তার থেকে বের হওয়া রক্ত নেফাসের রক্ত হবে, ফলে সে তখন সালাত আদায় করবে না।

আলেমগণ আরও বলেছেন: গর্ভস্থ শিশুর মানব আকৃতি একাশি দিনে প্রকাশিত হতে পারে, আর এটি তিন মাসের চেয়ে কম। অতএব, যদি নিশ্চিত হন যে, শিশুটির তিন মাসের গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত হয়েছে, তবে যা ঘটেছে তা হবে অসুস্থতার রক্ত, এবং এর জন্য তাকে সালাত ত্যাগ করতে হবে না।

প্রশ্নকারী এই নারীকে স্মরণ করতে হবে, যদি গর্ভস্থ শিশুটি আশি দিনের আগে গর্ভপাত হয়ে থাকে, তবে তাকে সালাত কাযা করতে হবে। আর যদি সে না জানে কতদিন সে সালাত বাদ দিয়েছে? তাহলে সে সতর্কতার সাথে অনুমান করবে, তারপর সে সালাতগুলো কাযা আদায় করবে যা তার ধারণা অনুযায়ী সে পড়েনি।

প্রশ্ন ৩০: একজন নারী জিজ্ঞাসা করছেন: তার যখন থেকে সাওম ফরয হয়েছে, তখন থেকে তিনি রমজান মাসে সাওম রেখেছেন, কিন্তু মাসিকের কারণে যে দিনগুলোতে তিনি সাওম রাখেননি, সেগুলো তিনি আদায় করেননি, কারণ তিনি জানেন না কত দিন তিনি সাওম রাখেননি। তিনি এখন জানতে চান, তাকে কী করা উচিত।

উত্তর ৩০: আমাদের জন্য এটি দুঃখজনক যে, মুমিন নারীদের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটে। এ ধরনের অবহেলা, অর্থাৎ যেসব সাওম তার উপর ফরয ছিল তা আদায় না করা, হয় অজ্ঞতার কারণে হয়, অথবা অবহেলার কারণে। উভয়ই বিপদজনক; কারণ অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো জ্ঞান অর্জন করা এবং প্রশ্ন করা। আর অবহেলার চিকিৎসা হলো আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা, তাঁকে সর্বদা মনে রাখা, তাঁর শাস্তির ভয় করা, এবং যা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, তাতে দ্রুত অগ্রসর হওয়া।

প্রশ্ন ৩১:

প্রশ্ন ৩১: নারীর মাসিক যদি সালাতের সময় প্রবেশের পর শুরু হয়, তবে এর বিধান কী? এবং পবিত্র হওয়ার পর, তাকে কি সেই সালাত কাযা করতে হবে? তেমনি, যদি সে সালাতের সময় শেষ হওয়ার আগে পবিত্র হয়, তাহলে কী করবে?

উত্তর ৩১: প্রথমত: যদি কোনো নারীর মাসিক শুরু হয় সালাতের সময় প্রবেশের পর, অর্থাৎ সালাতের সময় শুরু হওয়ার পর, তাহলে পবিত্র হওয়ার পর তাকে সেই সালাত কাযা করতে হবে, যে সালাতের সময় তার মাসিক শুরু হয়েছিল, যদি সে মাসিক শুরু হওয়ার আগে সেই সালাত আদায় না করে থাকে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة»،

“যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাকাত পেল, সে ঐ সালাতই পেল।” কাজেই, যদি কোনো নারী সালাতের সময় থেকে এক রাকাত পরিমাণ সময় পায়, এরপর তার মাসিক শুরু হয় এবং সে সালাত পড়তে না পারে, তবে পবিত্র হওয়ার পর তাকে সেই সালাত কাযা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: যদি কোন নারী মাসিক থেকে পবিত্র হয় সালাতের সময় শেষ হওয়ার আগে, তবে তাকে সেই সালাত আদায় করতে হবে। যেমন, যদি সূর্য ওঠার এক রাকাত পরিমাণ সময় আগে পবিত্র হয়, তবে তার ফজরের সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। যদি সে

সূর্যাস্তের এক রাকাত পরিমাণ সময় আগে পবিত্র হয়, তবে তার উপর আসরের সালাত আদায় করা আবশ্যক হবে। যদি মধ্যরাতের এক রাকাত পরিমাণ সময় আগে পবিত্র হয়, তবে তার জন্য এশার সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক হবে। যদি মধ্যরাতের পর পবিত্র হয়, তাহলে তার জন্য এশার সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে ফজরের সালাতের সময় হলে তাকে তা আদায় করতে হবে।

قال الله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا } [النساء:103]،

মহান আল্লাহ বলেন:

{فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا } [النساء:103]،

“অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩] অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ করা হয়েছে। মানুষকে সেই নির্ধারিত সময়ের বাইরে সালাত আদায় করা বৈধ নয় এবং সময় শুরুর আগেও সালাত শুরু করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ৩২: যদি সালাত পড়ার সময় আমার মাসিক চলে আসে, তবে আমি কী করব? কি আমি মাসিকের সময় যে সালাতগুলো বাদ পড়ে সেগুলো কাযা করব?

উত্তর ৩২: যদি সালাতের সময় প্রবেশের পর মাসিক শুরু হয়—যেমন, দুপুর হওয়ার আধা ঘণ্টা পর মাসিক শুরু হল—তাহলে সে মাসিক থেকে পবিত্র হলে ওই সালাতটি কাযা করবে, তার পবিত্র অবস্থায় যে সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়েছিল।

لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء:103].

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء:103].

“নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” [সূরা আন-নিসা: ১০৩]

তাকে মাসিকের সময়ের সালাতগুলো কাযা করতে হবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দীর্ঘ হাদিসে বলেছেন: «أليست إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»،

“এমনকি নয় যে, নারী হয়েজগ্রস্তা হলে সালাত পড়বে না ও সাওমও রাখবে না?” তাছাড়া সকল আলেম একমত যে, মাসিকের সময় যে সালাত বাদ পড়েছে, সেগুলো তাকে কাযা করতে হবে না।

তবে যদি সে এমন সময়ে পবিত্র হয় যখন এক রাকাত সমপরিমাণ সময় অবশিষ্ট আছে, তাহলে সে ঐ সময়ের সালাত আদায় করবে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر»,

“যে ব্যক্তি সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে আসরের সালাতের এক রাকাত পায়, সে আসরের সালাত পেয়ে গেছে।” যদি সে আসরের সময় বা সূর্যোদয়ের পূর্বে পবিত্র হয় এবং সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের জন্য এক রাকাতের সমপরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে সে আসরের সালাত এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফজরের সালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন ৩৩: আমার মায়ের বয়স ৬৫ বছর এবং তিনি উনিশ বছর ধরে সন্তান জন্ম দেননি। বর্তমানে তিনি তিন বছর যাবত রক্তপাতের সমস্যায় ভুগছেন। আমি মনে করি, এই রোগটি তার এই সময়ের মধ্যে হয়েছে। যেহেতু তিনি সাওম রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আপনারা তাকে কীভাবে পরামর্শ দেবেন? এবং তার মতো লোকদের কী করতে হবে?

উত্তর ৩৩: এমন মহিলা যে রক্তপাতের শিকার হয়েছে, তার বিধান হলো: তিনি পূর্বের অভ্যাস অনুসারে সালাত ও সাওম ত্যাগ করবেন, যা তার এই ঘটনাটি হওয়ার আগে ছিল। যেমন, যদি তার অভ্যাস থাকে যে প্রতি মাসের প্রথমে ছয় দিন মাসিক হয়, তাহলে তাকে মাসের প্রথম দিন থেকে ছয় দিন বসে থাকতে হবে, তিনি সালাত পড়বেন না এবং সাওমও রাখবেন না। ছয় দিন পূর্ণ হলে, তিনি গোসল করে সালাত আদায় ও সাওম রাখা শুরু করবেন।

এমন নারীদের সালাতের নিয়ম হলো: তারা তাদের গোপনাঙ্গকে ভালোভাবে ধৌত করবেন, এরপর সেটিকে (কাপড়, প্যাড বা অন্যকিছু দিয়ে) আবদ্ধ করবেন এবং তারপর অজু করবেন। আর এটি তাদের অবশ্যই ফরজ সালাতের সময় প্রবেশ করার পর করতে হবে, এবং একইভাবে তারা যখন ফরযের ওয়াক্তের বাইরে নফল সালাত পড়তে চান তখনও করবেন।

এমন পরিস্থিতিতে —তার কষ্টের কারণে— তার জন্য এটি জায়েয যে, তিনি যোহর সালাতকে আসরের সঙ্গে এবং মাগরিবের সালাতকে এশার সঙ্গে একত্রিত করে আদায় করবেন; যাতে তার এই কাজটি দুই সালাতের জন্য একবার করলেই হয়ে যায়; যেমন যোহর ও আসরের সালাতের জন্য একবার। আরেকবার মাগরিব ও এশা এই দুই সালাতের জন্য, আরেকবার ফজরের নামাজের জন্য। এভাবে তা দৈনিক পাঁচবারের পরিবর্তে তার জন্য তিনবার করলেই যথেষ্ট।

আমি এটি আবারও বলছি: যখন তিনি পবিত্রতা অর্জন করতে চান, তখন তিনি তার গোপনাঙ্গ ধৌত করবেন এবং একটি কাপড় বা তার সদৃশ কিছু দিয়ে তা আবদ্ধ করবেন যাতে বাইরে কিছু বের না হয়। তারপর তিনি অজু করবেন এবং যোহর সালাত চার রাকাত, আসর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত, এশা চার রাকাত এবং ফজর দুই রাকাত সালাত পড়বেন। অর্থাৎ, তিনি কসর করবেন না, যেটি কিছু সাধারণ মানুষ মনে করে থাকে। কিন্তু তার জন্য যোহর ও আসর সালাত এবং মাগরিব ও এশার সালাত একত্রিত করে আদায় করা

বৈধ; যোহরকে আসরের সাথে হয় পিছিয়ে বা এগিয়ে। তেমনি, মাগরিবকে এশার সাথে এগিয়ে বা পিছিয়ে। যদি তিনি এই অজু দ্বারাই নফল পড়তে চান, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ৩৪: হায়েজ অবস্থায় কোন নারীর মসজিদুল হারামে হাদিস ও খুতবা শোনার জন্য অবস্থান করার হুকুম কী?

উত্তর ৩৪: হায়েজগ্রস্তা নারীর জন্য মসজিদুল হারামে এবং অন্যান্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েজ নয়। তবে তার জন্য মসজিদ দিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় কিছু নেওয়া বা এ জাতীয় কিছু করার অনুমতি রয়েছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে বলেছিলেন -যখন তিনি তাকে একটি চাটাই আনতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর তখন তিনি বলেছিলেন: "এটি তো মসজিদে আছে, এবং আমি হায়েজ অবস্থায় আছি।" তখন তিনি বলেছিলেন:

«إن حيضتك ليست في يدك»،

“তোমার হায়েজ তো তোমার হাতে নয়।”[1] কাজেই যদি হায়েজগ্রস্তা নারী মসজিদে চলাচল করে এবং সে নিশ্চিত থাকে যে তার রক্ত মসজিদে পড়বে না, তবে তার জন্য কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু যদি সে ভিতরে প্রবেশ করে এবং বসে অবস্থানের চেষ্টা করে, তাহলে এটি জায়েয নয়।

এটির প্রমাণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে (বালিকা, গৃহিণী ও হায়েজগ্রস্তা সকলকে) ঈদের সালাতের জন্য ঈদগাহে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে তিনি হায়েজগ্রস্তা নারীদেরকে মুসাল্লা তথা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব, এটি প্রমাণ করে যে, হায়েজগ্রস্তা নারীর জন্য খুতবা বা দারস ও আলোচনা শোনার জন্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়।

*

সালাতের পবিত্রতা সংক্রান্ত কিছু বিধান

প্রশ্ন ৩৫: মহিলার শরীর থেকে যে স্রাব বের হয় - সাদা হোক বা হলুদ - তা কি পবিত্র না অপবিত্র? এবং এর জন্য কি অজু করা আবশ্যক, যেহেতু এটি ক্রমাগত বের হচ্ছে? এবং যদি এটি বিচ্ছিন্নভাবে বের হয়, তাহলে এর হুকুম কী, বিশেষ করে যখন বেশিরভাগ মহিলা - বিশেষ করে শিক্ষিতরা - এটিকে স্বাভাবিক আর্দ্রতা মনে করেন, যার জন্য অজু আবশ্যক নয়?

উত্তর ৩৫: আমার অনুসন্ধানের পর মনে হচ্ছে: যদি মহিলার শরীর থেকে বের হওয়া স্রাবটি মূত্রথলি থেকে না বেরিয়ে; বরং জরায়ু থেকে বের হয়, তবে তা পবিত্র। তবে, এটি অজুকে নষ্ট করবে, যদিও এটি পবিত্র। কারণ অজুকে নষ্ট করার জন্য এটা আবশ্যক নয় যে,

---

[1] (১) এখানে হাদিসে উল্লেখিত আরবি শব্দ 'الخمرة' বলতে সেই মাদুরকে বোঝায়, যার উপর সালাত আদায়কারী সিজদা করে। একে 'الخمرة' বলা হয়, কারণ এটি মুখকে আবৃত করে।

তা অবশ্যই অপবিত্র হতে হবে। যেমন, পায়ুপথ দিয়ে বের হওয়া বায়ুর কোনো দৃশ্যমান অস্তিত্ব নেই, তবুও এটি অজুকে নষ্ট করে।

অতএব, যদি কোন মহিলা অজু অবস্থায় থাকে এবং স্রাব বের হয়, তবে এটি তার অজুকে নষ্ট করবে এবং তাকে আবার অজু করতে হবে।

কিন্তু যদি এটি অব্যাহত থাকে, তবে এটি অজুকে ভঙ্গ করবে না। তবে সালাতের ওয়াক্ত হলে তাকে অজু করতে হবে এবং ঐ ওয়াক্তের ফরয ও নফল সালাত আদায় করবে, কোরআন পড়তে পারবে এবং অনুমোদিত যে কোনো কাজ করতে পারবে। যেমনটি আলেমগণ বলেছেন, এটি পেশাবের সমস্যায় আক্রান্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (যাদের সব সময় ফোটা ফোটা পেশাব বের হয়)। তাই এই স্রাব পবিত্রতার দিক থেকে পবিত্র, তবে অজু ভঙ্গের ক্ষেত্রে এটি অজুকে নষ্ট করে। কিন্তু যদি এটি অব্যাহত থাকে, তাহলে এটি অজুকে নষ্ট করবে না। তবে মহিলাকে সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরে অজু করতে হবে, আগে নয় এবং সুরক্ষা (কাপড়, প্যাড ইত্যাদি) গ্রহণ করতে হবে।

আর যদি এটি বিচ্ছিন্নভাবে হয় এবং তার অভ্যাস থাকে যে, এটি সালাতের সময়ে বন্ধ থাকে, তাহলে সে সালাতকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবে যখন এটি বন্ধ হয়। তবে যদি সে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশঙ্কা করে, তাহলে অজু করে সুরক্ষা গ্রহণ করবে এবং সালাত আদায় করে নিবে।

এখানে কম বা বেশি কোনো পার্থক্য নেই; কারণ সবই লজ্জাস্থান থেকে বের হচ্ছে, তাই এর পরিমাণ যতটুকুই হোক না কেন, এটি অজুকে ভঙ্গ করে। এর বিপরীতে, যা শরীরের অন্য অংশ থেকে বের হয় যেমন রক্ত ও বমি, তা অজুকে ভঙ্গ করে না, কম হলেও না, বেশি হলেও না।

অন্যদিকে কিছু নারীর ধারণা যে, এটি অজুকে ভঙ্গ করে না, এর কোনো ভিত্তি আমি জানি না। তবে ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহর একটি উক্তি আছে, তিনি বলেন: এটি অজুক ভঙ্গ করে না। কিন্তু তিনি এর জন্য কোনো দলীল উল্লেখ করেননি। যদি তার কাছে কুরআন, সুন্নাহ অথবা সাহাবীদের বক্তব্য থেকে কোনো দলীল থাকত, তাহলে সেটি প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হত।

তাই নারীর উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং তার পবিত্রতার প্রতি যত্নশীল হওয়া। কারণ, পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না; যদিও সে একশ রাকাত সালাত পড়ে। বরং কিছু আলেম বলেন, যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় সালাত পড়ে, সে কুফরী করে; কারণ এটি আল্লাহর নিদর্শনাবলির সাথে উপহাস করার শামিল।

প্রশ্ন ৩৬: যে নারীর অব্যাহত স্রাব নির্গত হয় সে যদি ফরয সালাতের জন্য অযু করে, তবে কি সে ঐ অযু দ্বারা যত খুশি নফল সালাত পড়তে পারে অথবা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে, যতক্ষণ না পরবর্তী ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয়?

উত্তর ৩৬: যদি সে ফরয সালাতের জন্য ওয়াক্তের শুরু থেকেই অযু করে, তাহলে সে যতক্ষণ না পরবর্তী সালাতের ওয়াক্ত আসে, ততক্ষণ ফরযসহ যত খুশি নফল সালাত আদায় এবং কুরআন পড়তে পারবে।

প্রশ্ন ৩৭: ঐ মহিলা কি ফজরের অযু দ্বারা সালাতুয যোহা আদায় করতে পারবেন?

উত্তর ৩৭: না, সঠিক হবে না; কারণ যোহা'র সালাত নির্ধারিত সময়ে পড়া হয়। তাই এর ওয়াক্ত শুরু হলে অযু করা আবশ্যক। কারণ এই মহিলা মুস্তাহাযা নারীর মতো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাহাযা নারীকে প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, যোহরের সময়: সূর্য হেলে যাওয়া থেকে শুরু করে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত।

আসরের সময়: যোহরের সময় শেষ হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত, আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত হল জরুরি সময়।

মাগরিবের সময়: সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে আকাশের লাল আভা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।

এশার সময়: লাল আভা অদৃশ্য হওয়া থেকে শুরু করে মাঝরাত পর্যন্ত।

প্রশ্ন ৩৮: এই মহিলার জন্য মধ্যরাত অতিক্রম করার পর এশার অযু দিয়ে তাহাজ্জুদের সালাত পড়া সঠিক হবে কি?

উত্তর ৩৮: না, যদি রাতের অর্ধেক সময় অতিক্রান্ত হয় তবে তার অযু নবায়ন করা আবশ্যক। তবে অন্য মত হল: তার পুনরায় অযু করা জরুরি নয় এবং এটাই সঠিক মত।

প্রশ্ন ৩৯: এশার সালাতের শেষ সময় কখন? এবং এটি কীভাবে জানা যেতে পারে?

উত্তর ৩৯: এশার সালাতের শেষ সময় হলো মধ্যরাত এবং তা নির্ধারণ করা যায় সূর্যাস্ত ও ফজরের মাঝের সময়কে দুটি ভাগে ভাগ করে। প্রথম ভাগের শেষে এশার সময় শেষ হয়, আর অবশিষ্ট রাত এশা ও ফজরের মাঝে একটি অন্তর্বর্তী সময়।

প্রশ্ন ৪০: যে মহিলার ঐ স্রাব মাঝে মাঝে নির্গত হয়, সে যদি অযু করে, আর অযু শেষ হওয়ার পর এবং সালাতের আগেই যদি তা আবার বের হয়, তাহলে তাকে কী করতে হবে?

উত্তর ৪০: যদি তা মাঝে মাঝে বের হয়, তাহলে তাকে এমন সময়ের অপেক্ষা করতে হবে যখন তা বন্ধ থাকে। তবে যদি তার নির্দিষ্ট কোনো অবস্থা না থাকে—কখনও বের হয়, কখনও বের হয় না—তাহলে সে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর অযু করবে এবং সালাত আদায় করবে, তার উপর কোন দায় থাকবে না।

প্রশ্ন ৪১: এ ধরনের স্রাব শরীর বা পোশাকে লাগলে কী করা উচিত?

উত্তর ৪১: যদি তা পবিত্র হয়, তবে কিছু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি তা নাপাক হয় -যা মূত্রথলি থেকে বের হয়- তবে তা ধুয়ে ফেলা আবশ্যক।

প্রশ্ন ৪২: এই স্রাব থেকে অযু করার ক্ষেত্রে কি শুধু অযুর অঙ্গগুলো ধোয়া যথেষ্ট হবে?

উত্তর ৪২: হ্যাঁ, যদি তা পবিত্র হয়, তবে অযুর অঙ্গগুলো ধোয়াই যথেষ্ট, আর তা হল সেই তরল যা জরায়ু থেকে নির্গত হয়, মূত্রথলি থেকে নয়।

প্রশ্ন ৪৩: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ জাতীয় স্রাবের কারণে অযু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে কোনো হাদিস বর্ণিত না হওয়ার কারণ কী, যদিও মহিলা সাহাবীরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী ছিলেন?

উত্তর ৪৩: কারণ এই তরল পদার্থ বা স্রাব প্রতিটি মহিলার ক্ষেত্রে আসে না।

প্রশ্ন ৪৪: যে নারী অযুর বিধান জানতেন না বলে অযু করেননি, তার ওপর কী করণীয়?

উত্তর ৪৪: তার উচিত আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং এই বিষয়ে আলেমদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া।

প্রশ্ন ৪৫: অনেকেই এই বক্তব্যটি আপনার দিকে সম্বোধন করছেন যে, এ জাতীয় তরল বা স্রাব থেকে অযু করতে হয় না?

উত্তর ৪৫: যিনি এই কথা আমার দিকে অর্পণ করেছেন, তিনি ঠিক বলেননি। মনে হচ্ছে, তিনি আমার এই কথা "এটি পবিত্র" থেকে বুঝেছেন যে: এটি অযু ভঙ্গ করে না।

প্রশ্ন ৪৬: মহিলার মাসিকের একদিন আগে, পরে, বা তার চেয়ে কম সময়ে যে মেটো রঙের স্রাব বের হয়, কখনো তা কালো বা বাদামি বা অনুরূপ পাতলা সূতো রূপে বের হয়, তার বিধান কী? আর যদি তা মাসিকের পরে হয় তাহলে হুকুম কী হবে?

উত্তর ৪৬: যদি এটি মাসিকের লক্ষণ হয় তবে তা মাসিক বলে বিবেচিত হবে। এটি সাধারণত ব্যথা ও অস্বস্তির মাধ্যমে চিহ্নিত হয় যা মাসিকের সময় আসে।

আর মাসিকের পরে যে মেটো রংঙের তরল দেখা যায়, তা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে; কারণ মাসিকের সাথে যুক্ত ঐ তরল মাসিক হিসেবে বিবেচিত হবে। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন:

(لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.)

"তোমরা তাড়াহুড়ো করো না, যতক্ষণ না সাদা স্রাব দেখো।" আল্লাহই ভালো জানেন।

*

হজ ও উমরা সংশ্লিষ্ট হায়েযের বিধান

প্রশ্ন ৪৭: মাসিক অবস্থায় কোন মহিলা ইহরামের দুই রাকাত সালাত কিভাবে পড়বে? হায়েয অবস্থায় মহিলার জন্য কুরআনের আয়াতগুলো মনে মনে পড়ার অনুমতি আছে, নাকি নেই?

উত্তর ৪৭: প্রথমত: আমাদের বুঝতে হবে যে, ইহরামের জন্য কোনো সালাত নেই; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের জন্য ইহরামের সালাতের কোনো নির্দেশনা দেননি, না তার কথার দ্বারা, না তার আমলের দ্বারা, এবং না তার মৌন সম্মতির দ্বারা।

দ্বিতীয়ত: এই মহিলা যিনি ইহরাম বাঁধার আগেই হায়েযগ্রস্তা হয়েছেন, তিনি হায়েয অবস্থায়ও ইহরাম বাঁধতে পারেন; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী আসমা বিনত উমাইসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "যখন তিনি যুলহুলাইফায় সন্তান প্রসব করেছিলেন। তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি গোসল করে কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নেন, তারপর ইহরাম বাঁধেন।" ঠিক একই অবস্থা হায়েযগ্রস্তারও, তিনি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত ইহরামের মধ্যে থাকবেন, তারপর কাবার চারপাশে তাওয়াফ করবেন ও সায়ী করবেন।

আর প্রশ্নে বলা হয়েছে: "তার কি কুরআন পড়ার অনুমতি আছে?" হ্যাঁ, হায়েয অবস্থায় তার জন্য কুরআন পড়ার অধিকার রয়েছে যদি প্রয়োজন বা কোন বিশেষ উপকারিতা থাকে। তবে প্রয়োজন বা বিশেষ উপকারিতা ছাড়া, যদি তিনি শুধু আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য লাভের আশায় করেন, তবে উত্তম হলো না পড়া।

প্রশ্ন ৪৮: একজন মহিলা হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু তার মাসিক পাঁচ দিন আগে থেকেই শুরু হয়। তিনি মীকাতে পৌঁছে গোসল করেন এবং ইহরাম বাঁধেন, কিন্তু তার মাসিক শেষ হয়নি। তিনি মক্কায় পৌঁছানোর পর হারামের বাইরে অবস্থান করেন এবং হজ বা উমরার কোন কাজই করেননি। দুই দিন মিনা'য় কাটানোর পর তিনি পবিত্র হন, তারপর গোসল করে পবিত্র অবস্থায় উমরার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। কিন্তু হজের তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাদা) করার সময় তার আবার রক্তপাত শুরু হয়। এমতাবস্থায় তিনি লজ্জা অনুভব করেন এবং হজের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। তিনি তার অভিভাবককে কিছুই জানাননি, তবে দেশে ফেরার পর জানিয়েছেন। এর বিধান কী?

উত্তর ৪৮: এর বিধান হলো: যদি তার তাওয়াফে ইফাদার সময় যে রক্তপাত হয়েছে তা মাসিকের রক্ত হয়, যা তিনি তার প্রাকৃতিক লক্ষণ ও যন্ত্রণা দ্বারা বুঝতে পারেন, তাহলে তার ঐ তাওয়াফ বিশুদ্ধ হবে না। তাকে তাওয়াফে ইফাদা করার জন্য মক্কায় ফিরে যেতে হবে। এমতাবস্থায় তিনি মীকাত থেকে একটি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবেন, উমরার কাজগুলো সম্পন্ন করবেন এবং তারপর তাওয়াফে ইফাদা করবেন।

যদি এটি মাসিকের রক্ত না হয়; বরং ভিড় বা আতঙ্ক বা এ জাতীয় কিছু থেকে উদ্ভূত একটি সাধারণ রক্তপাত হয়, তাহলে তার তাওয়াফ বিশুদ্ধ হবে- তাদের মতে যারা তাওয়াফের জন্য পবিত্রতার শর্ত আরোপ করেন না।

যদি প্রথম ক্ষেত্রে তার ফিরে আসা সম্ভব না হয়, যেমন তিনি একটি দূর দেশে আছেন, তবে তার হজ সঠিক হবে; কারণ তিনি যা করেছেন এর চেয়ে তিনি বেশি কিছু করতে পারতেন না।

প্রশ্ন ৪৯: একজন মহিলা উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসার পর তার মাসিক শুরু হয়। এদিকে তার মাহরামকে জরুরি কারণে তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে হবে, মক্কায় তার কোনো পরিচিত ব্যক্তিও নেই। এর বিধান কী?

উত্তর ৪৯: তিনি তার সাথে সফর করবেন এবং ইহরাম অবস্থায়ই থাকবেন। তারপর পবিত্র হলে মক্কায় ফিরে আসবেন। এটি তখনই প্রযোজ্য যখন তিনি সৌদি আরবে থাকবেন; কারণ ফিরে আসা সহজ, এতে কোনও কষ্ট নেই এবং ভ্রমণের কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় না।

আর যদি তিনি বিদেশি হন এবং ফিরে আসা তার জন্য কঠিন হয়, তাহলে ঐ সফরেই তিনি সাবধানতা অবলম্বন করে (পট্টি বেঁধে বা প্যাড পরে), তাওয়াফ করবেন, সায়ী করবেন, মাথার চুল কাটবেন এবং এভাবে উমরা সম্পন্ন করবেন। কারণ তখন তাওয়াফ জরুরি হয়ে যায় এবং জরুরি অবস্থা নিষিদ্ধ বিষয়কে অনুমোদিত করে।

প্রশ্ন ৫০: মুসলিম মহিলা যিনি তার হজের দিনগুলোতে মাসিকগ্রস্ত ছিলেন, তার সেই হজ কি যথেষ্ট হবে?

উত্তর ৫০: এটি বলা সম্ভব নয় যতক্ষণ না জানা যায় যে, তিনি কখন মাসিকে আক্রান্ত হলেন। কারণ কিছু হজের কার্যক্রম আছে যা মাসিকের কারণে নিষিদ্ধ নয় এবং কিছু আছে যা

নিষিদ্ধ। তাওয়াফ শুধুমাত্র পবিত্র অবস্থা ছাড়া করা যায় না; কিন্তু অন্যান্য কাজগুলো অপবিত্র বা মাসিক অবস্থাতেও করা যায়।

প্রশ্ন ৫১: গত বছর আমি ফরয হজ পালন করেছি এবং সব কাজ করেছি, তবে তাওয়াফে ইফাদা ও বিদায়ী তাওয়াফ করতে পারিনি, একটি শরয়ী ওযরের কারণে। তখন আমি মদিনায় ফিরে এসেছিলাম এই নিয়তে যে একদিন ফিরে এসে তাওয়াফ করব। তবে ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে আমি সবকিছু থেকে হালাল হয়ে যাই এবং ইহরামের সময় যা নিষিদ্ধ তার সবই করি। আমি তাওয়াফের জন্য মক্কায় ফেরার বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন বলা হয়েছিল: আপনার তাওয়াফ বিশুদ্ধ হবে না, কেননা আপনি এটি ভঙ্গ করে ফেলেছেন এবং আপনাকে পরবর্তী বছরে আবার হজ করতে হবে, সঙ্গে একটি গাভি বা উট দম দিতে হবে। এটা কি সঠিক? এর কি অন্য সমাধান আছে? থাকলে সেটা কী? আমার কি হজ নষ্ট হয়ে গেছে? আমাকে কি আবার হজ করতে হবে? আমাকে জানাবেন কি করতে হবে, আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন।

উত্তর ৫১: এটাও অজ্ঞতার ভিত্তিতে ফতোয়া দেওয়ার ফলে সৃষ্ট একটি মুসিবতের উদাহরণ। এই অবস্থায় আপনাকে মক্কায় ফিরে গিয়ে কেবল তাওয়াফে ইফাদা করতে হবে।

আর যেহেতু আপনি মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় মাসিক অবস্থায় ছিলেন, তাই আপনার উপর বিদায়ী তাওয়াফ করা আবশ্যক নয়। কারণ হায়েযগ্রস্তা নারীর উপর বিদায়ী তাওয়াফ বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদিসে এসেছে:

(أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفّف عن الحائض.)

“মানুষদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যেন তাদের সর্বশেষ কাজ হয় বায়তুল্লায় তওয়াফ, তবে এটা তিনি ঋতুমতী নারীদের ক্ষেত্রে শিথিল করেছেন।” সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে:

(أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف.)

“তাদের শেষ কর্ম যেন হয় বায়তুল্লাহর সাথে সাক্ষাত।” তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন সংবাদ দেয়া হলো যে, সাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা তাওয়াফে ইফাদা করেছেন, তখন তিনি বললেন:

«فلتنفر إذن»،

"তাহলে সে বেরিয়ে যেতে পারে।" অতএব, এটা প্রমাণ করে যে, হায়েজগ্রস্তা মহিলাদের উপর বিদায়ী তাওয়াফের বাধ্যবাধকতা নেই।

কিন্তু তাওয়াফে ইফাদা আপনার জন্য আবশ্যক এবং যেহেতু আপনি অজ্ঞতার কারণে সবকিছু থেকে হালাল বা মুক্ত হয়ে গিয়েছেন, তাই এতে আপনার কোনো ক্ষতি নেই। কারণ যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ ইহরামের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে, তার উপর কিছু নেই।

لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]،

আল্লাহর এ বাণী তা প্রমাণ:

{[رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]،

“হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।” [সূরা আল-বাকারা: ২৮৬] আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

«قد فعلت»،

“আমি তোমাদের নিবেদন কবুল করলাম।”

وقوله: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5]،

তিনি আরো বলেন:

{[وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5]،

“যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর, সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)।” [সূরা আল-আহযাব: ৫] আল্লাহ তায়ালা যেসব নিষেধাজ্ঞা ইহরামের সময় আরোপ করেছেন, সেগুলো যদি কেউ অজ্ঞতা, ভুলে অথবা চাপের কারণে ভঙ্গ করে, তবে তার উপর কিছু নেই। কিন্তু যখন তার অজুহাত দূর হবে, তখন তাকে সেই কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসতে হবে।

প্রশ্ন ৫২: যদি কোন নারীর তারবিয়ার দিনে অর্থাৎ যিলহজের আট তারিখে নেফাস শুরু হয় এবং তাওয়াফ ও সায়ী ছাড়া হজের সব রীতি পালন করে; কিন্তু দশদিন পর যদি সে প্রাথমিকভাবে পবিত্রতা অনুভব করে, তাহলে কি সে গোসল করে পবিত্র হয়ে হজের বাকি রুকন, অর্থাৎ হজের তাওয়াফ করতে পারবে?

উত্তর ৫২: পবিত্রতা নিশ্চিত না হয়ে গোসল করে তাওয়াফ করা জায়েয হবে না। প্রশ্নের মধ্যে "প্রাথমিকভাবে" শব্দটির ব্যবহার বোঝায় যে, সে পুরোপুরি পবিত্রতা দেখেনি; তাই তাকে পুরোপুরি পবিত্রতা দেখতে হবে। যখন সে পবিত্র হবে, তখন সে গোসল করবে এবং তাওয়াফ ও সায়ী করবে।

আর যদি তাওয়াফের পূর্বে সায়ী করে তাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজের সময় সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে তাওয়াফের আগেই সায়ী করেছে। তখন তিনি বললেন: (কোন সমস্যা নেই।)

প্রশ্ন ৫৩: জনৈকা মহিলা সাইল তথা করনুল মানাযিল থেকে মাসিক অবস্থায় হজের জন্য ইহরাম বেঁধেছে। সে মক্কায় পৌঁছানোর পর জেদ্দায় কোনও প্রয়োজনে যায়, সেখানেই সে পবিত্র

হয়। সে গোসল করে, চুল আঁচড়ায় এবং তারপর হজ সম্পন্ন করেছে। তার হজ কি সঠিক হয়েছে? তাকে কি কিছু করতে হবে?

উত্তর ৫৩: তার হজ বিশুদ্ধ, তাকে কিছুই করতে হবে না।

প্রশ্ন ৫৪: আমি উমরা করতে যাচ্ছি এবং মিকাত অতিক্রম করার সময় আমি মাসিক অবস্থায় ছিলাম, তাই ইহরাম বাঁধিনি। পরে আমি মক্কায় থেকে পবিত্র হওয়ার পর মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধলাম, এটা কি জায়েয? আমি কী করব? আমার করণীয় কী?

উত্তর ৫৪: এই কাজটি জায়েয নয়। যে মহিলা উমরা করার জন্য যায়, তার ইহরাম বাধা ছাড়া মিকাত অতিক্রম করা উচিত নয়; যদিও সে মাসিক অবস্থায় থাকে। সে মাসিক অবস্থায়ও ইহরাম বাঁধতে পারে এবং তার ইহরাম সঠিক হবে। এর প্রমাণ হল: আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস যখন সন্তান জন্ম দিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলাইফায় অবস্থান করছিলেন, বিদায় হজের উদ্দেশ্যে, তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: আমি কী করব? তিনি বললেন:

«اغتسلي، واستثفري بثوبٍ، وأحرمي»،

“তুমি গোসল কর, একটি কাপড় পেঁচিয়ে নাও এবং ইহরাম বাঁধ।” আর হায়েজের রক্ত নেফাসের রক্তের মতই।

সুতরাং আমরা মাসিক অবস্থায় থাকা মহিলাকে বলব, যখন তিনি মিকাত অতিক্রম করছেন উমরা বা হজের জন্য: "আপনি গোসল করুন, একটি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে নিন এবং ইহরাম বেঁধে ফেলুন।” এখানে কাপড় দিয়ে পেঁচানো বলতে উদ্দেশ হল: লজ্জাস্থানে একটি নেকড়া বাঁধবে এবং এটিকে শক্তভাবে লাগিয়ে রাখবে, তারপর হজ বা উমরার ইহরাম বাঁধবে। তবে সে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছার পর বায়তুল্লায় যাবে না এবং পবিত্র হওয়ার আগে তাওয়াফ করবে না। আর এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে বলেছিলেন, যখন তিনি উমরার সময় মাসিক অবস্থায় ছিলেন:

«افعلي ما يفعل الحاجّ، غير ألّا تطوفي في البيت حتى تطهري»،

"শুধু তোমাকে বায়তুল্লায় তাওয়াফ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হও।"

এটি সহীহ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা। আর সহীহ বুখারীতে এসেছে, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন যে, যখন তিনি পবিত্র হয়েছিলেন, তখন তিনি বায়তুল্লায় তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সায়ী করলেন। এটি প্রমাণ করে যে, যদি কোন নারী হজ বা উমরার ইহরাম বাঁধে এবং সে যদি মাসিক অবস্থায় থাকে, অথবা তাওয়াফের আগে তার মাসিক শুরু হয়, তবে সে তাওয়াফ ও সায়ী করবে না যতক্ষণ না সে পবিত্র হয় ও গোসল করে।

তবে যদি সে তাওয়াফ করার সময় পবিত্র থাকে এবং তাওয়াফ শেষ করার পর তার মাসিক শুরু হয়, তাহলে সে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে, সায়ীও করতে পারবে যদিও তার মাসিক চলছে, এবং সে চুল কেটে তার উমরা সম্পন্ন করবে; কারণ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।

প্রশ্ন ৫৫: আমি ও আমার পরিবার ‘ইয়ানবু’ শহর থেকে উমরার উদ্দেশ্যে এসেছি, কিন্তু জেদ্দায় পৌঁছার পর আমার স্ত্রীর হায়েজ শুরু হয়ে যায়। তবুও আমি একাই উমরা সম্পন্ন করলাম, স্ত্রীকে ছাড়াই। এখন আমার স্ত্রীর জন্য কি নির্দেশ আছে?

উত্তর ৫৫: আপনার স্ত্রীর জন্য বিধান হলো: সে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর তার উমরা সম্পন্ন করবে। কেননা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে শুনলেন যে, তিনি পিরিয়ডে আছেন, তখন তিনি বললেন:

«أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»،

'সে কি আমাদের আটকে রাখবে?' তারা বললেন: 'তিনি তো ইতিমধ্যেই তাওয়াফে ইফাদা করে ফেলেছেন।' তখন তিনি বললেন: 'তাহলে সে যেতে পারে।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সে কি আমাদের আটকে রাখবে?' বলার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন নারী তাওয়াফে ইফাদার আগে পিরিয়ডে থাকে, তবে তাকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়, তারপর তাওয়াফ করতে হবে।

উমরার তাওয়াফও তাওয়াফে ইফাদা-এর মতো; কারণ এটি উমরার একটি রুকন। তাই যদি উমরাকারী নারীর তাওয়াফের আগে পিরিয়ড শুরু হয়, তবে তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তারপর তাওয়াফ করতে হবে।

প্রশ্ন ৫৬: সায়ী করার স্থান কি হারামের অংশ? মাসিক অবস্থায় কি সেখানে প্রবেশ করা যাবে? যারা সায়ী করার স্থান থেকে হারামে প্রবেশ করে, তাদের জন্য কি মসজিদে প্রবেশের জন্য তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত পড়া আবশ্যক?

উত্তর ৬৫: সায়ী করার স্থান আসলে মসজিদের অংশ নয়। তাই এর মাঝে একটি দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। এটি নিশ্চিতভাবে মানুষের জন্য ভালো; কারণ যদি এটি মসজিদের অংশ হতো, তাহলে তাওয়াফ ও সায়ীর মাঝে যে নারীর পিরিয়ড শুরু হয়েছে সে নারী সায়ী করতে পারতো না।

কাজেই আমি যে ফতোয়া দিচ্ছি তা হলো: যদি তার তাওয়াফ করার পর এবং সায়ী করার আগে পিরিয়ড শুরু হয়, তবে সে সায়ী করতে পারবে; কারণ সায়ী করার স্থান মসজিদের অংশ হিসেবে গণ্য নয়।

আর তাহিয়্যাতুল মাসজিদের ব্যাপারে বলা হয় যে, যদি ব্যক্তি তাওয়াফের পর সায়ী করে, তারপর মসজিদে ফিরে আসে, তাহলে সে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করবে। আর যদি না পড়ে তাহলে কোন সমস্যা নেই। তবে উত্তম হলো সুযোগ কাজে লাগানো এবং দু'রাকাত পড়ে নেয়া; যেহেতু এ স্থানে সালাতের ফযীলত অনেক বেশী।

প্রশ্ন ৫৭: আমি হজে গিয়েছিলাম, এবং আমার মাসিক শুরু হয়। আমি কাউকে বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম, তাই হারামে প্রবেশ করে সালাত পড়লাম, তাওয়াফ করলাম এবং সায়ী করলাম। এখন আমার কী করা উচিত, উল্লেখ্য যে মাসিক নেফাসের পরে এসেছে?

উত্তর ৫৭: যদি কোন নারী পিরিয়ডে থাকে বা নেফাসগ্রস্ত থাকে, তবে তার জন্য সালাত আদায় করা বৈধ নয়, তা মক্কায় হোক বা তার দেশে বা যে কোন স্থানে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর ব্যাপারে বলেছেন:

«أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»،

“এমন নয় কি যে, সে পিরিয়ড হলে সালাত পড়ে না এবং সাওমও রাখে না?” তাছাড়া মুসলমানগণ একমত যে, হায়েয অবস্থায় নারীর জন্য সাওম রাখা এবং সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

অতএব, যে নারীর দ্বারা এটি ঘটেছে, তার আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং যা করেছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।

আর হায়েয অবস্থায় তার তাওয়াফ বিশুদ্ধ হয়নি, তবে তার সায়ী সঠিক; কারণ হজে তাওয়াফের আগে সায়ী করার অনুমতি রয়েছে, যা একটি বিশুদ্ধ মত। সুতরাং, তাকে তাওয়াফ পুনরায় করতে হবে; কারণ তাওয়াফে ইফাদা হজের একটি রুকন এবং এটি ছাড়া দ্বিতীয় হালাল হওয়া যায় না।

অতএব, যদি এই নারী বিবাহিত হন, তাহলে তার স্বামী তাকে তাওয়াফ করার আগে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না; এবং যদি তিনি অবিবাহিত হন, তবে তাওয়াফ করার আগে তার সাথে বিবাহের আকদ করা যাবে না। আল্লাহই অধিক ভালো জানেন।

প্রশ্ন ৫৮: যদি কোন নারীর আরাফার দিনে মাসিক হয়ে যায়, তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তর ৫৮: যদি কোন নারী আরাফার দিনে পিরিয়ডে থাকে, তাহলে তাকে হজের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে এবং মানুষ যা যা করে তাই করবে; কিন্তু সে তাওয়াফ করবে না; যতক্ষণ না সে পবিত্র হয়।

প্রশ্ন ৫৯: যদি কোন মহিলার জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর এবং তাওয়াফে ইফাযার আগে হায়েয শুরু হয়, এবং সে ও তার স্বামী সফরে অন্যান্য লোকদের সাথে এসেছে, তাহলে তার কী করা উচিত, যেহেতু সে সফরের পরে ফিরে আসতে পারবে না?

উত্তর ৫৯: যদি তিনি ফিরে আসতে না পারেন, তাহলে তিনি নেকড়া পেঁচিয়ে নিবেন, তারপর জরুরি কারণে তাওয়াফ করে নিবেন। এতে তার কিছু হবে না এবং হজের অন্যান্য কাজগুলি সম্পন্ন করে ফেলবেন।

প্রশ্ন ৬০: যদি নেফাসগ্রস্তা নারী চল্লিশ দিনের আগে পবিত্র হয়, তবে কি তার হজ হবে? এবং যদি তিনি পবিত্র না হন, তাহলে তিনি কী করবেন, যেহেতু তিনি হজের নিয়ত করেছেন?

উত্তর ৬০: যদি একজন নেফাসগ্রস্তা মহিলা চল্লিশ দিনের আগে পবিত্র হন, তাহলে তিনি গোসল করবেন, সালাত পড়বেন, এবং পবিত্র নারীদের মতো সবকিছু করবেন, এমনকি তাওয়াফও; কারণ নেফাসের কোন ন্যূনতম সময়সীমা নেই।

কিন্তু তিনি যদি পবিত্রতা না দেখেন, তবুও তার হজ হবে, তবে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত বায়তুল্লায় তাওয়াফ করতে পারবেন না যতক্ষণ না পবিত্র হন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসিকগ্রস্তা মহিলাদেরকে বায়তুল্লায় তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন। আর নেফাসও এ ক্ষেত্রে মাসিকের মতো।

*

الفهرس

হায়েজ ও নিফাসের বিধিবিধান সম্পর্কিত ৬০টি প্রশ্ন	3
ভূমিকা	3
হায়েজের সময় সালাত ও সাওমের বিধানসমূহ	3
সালাতের পবিত্রতা সংক্রান্ত কিছু বিধান	21
হজ ও উমরা সংশ্লিষ্ট হায়েযের বিধান	25